মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর

Web : www.dinajpureducationboard.gov.bd
E-mail : dinajpureducationboard@gmail.com

২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নং ঃ মাউশিবোদি/কলেজ/ভর্তি-বিজ্ঞপ্তি/২০১৫/৩০৩(৭২৫) তারিখ ঃ ০৪/০৬/২০১৫

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর এর আওতাধীন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ সমূহের ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির নীতিমালা নিম্নরূপ।

১। সংজ্ঞা ঃ এই নীতিমালায়-

১.১ 'বোর্ড' বলতে স্বীকৃত কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বুঝাবে।

১.২ কলেজ/সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে দেশের কোন বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক/ সমমানের স্তরে পাঠদানের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে।

১.৩ 'নির্ধারিত ফরম' বলতে ভর্তির জন্য কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরম বুঝাবে।

১.৪ 'শিক্ষার্থী/প্রার্থী' বলতে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়কে বুঝাবে।

২। ভর্তির যোগ্যতা ও শাখা নির্বাচনঃ

২.১ ২০১৩,২০১৪,২০১৫ সালে দেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এস. এস. সি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে এই নীতিমালার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.২ বিদেশী কোন বোর্ড বা অনুরুপ কোন প্রতিষ্ঠান হতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক তার সনদের মান নির্ধারণের পর দফা (২.১) এর অধীনে ভর্তির যোগ্য বিবোচত হবে।

২.৩ ভর্তির জন্য একজন প্রার্থী নিম্নরূপ শাখা নির্বাচন করতে পারবে, যথাঃ

ক) বিজ্ঞান শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে কোন একটি;

খ) মানবিক শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে কোন একটি এবং

গ) ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখার যে কোন একটি।

৩। প্রার্থী নির্বাচনের অনুসরণীয় পদ্ধতিঃ

৩.১ ভর্তির জন্য কোন বাছাই বা ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। কেবল শিক্ষার্থীর এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে।

৩.২ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগীয় সদরের কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ভর্তির ক্ষেত্রে সংশিষ্ট কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ৯০% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং অবশিষ্ট ১০% আসনের মধ্যে ৩% সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় সদরের বাইরের (যে কোন অঞ্চলের জন্য) শিক্ষার্থীদের জন্য, ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য এবং অবশিষ্ট ২% শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এর অধস্তন দপ্তরসমূহ এবং স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গর্ভণিং বডির সদস্যদের সন্তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে সাধারণ কোটায় ভর্তি করা যাবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/ সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

৩.৩ বিভাগীয় শহর ব্যতীত অন্যান্য জেলা শহরের কলেজ/ সমমানের প্রতিষ্ঠানে ৯০% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং অবশিষ্ট ১০% আসনের মধ্যে ৩% সংশ্লিষ্ট জেলা সদরের বাইরের (যে কোন অঞ্চলের জন্য) শিক্ষার্থীদের জন্য, অবশিষ্ট ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য এবং অবশিষ্ট ২% শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এর অধস্তন দপ্তরসমূহ এবং স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট গর্ভণিং বডির সদস্যদের সন্তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে সাধারণ কোটায় ভর্তি করা যাবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র ভর্তির সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দাখিল করতে হবে।

৩.৪ দফা (৩.২) ও (৩.৩) এ উল্লিখিত ৯০% আসনে বিভাগীয় বা জেলা শহরের বাইরের কোন শিক্ষার্থী নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকবে না এবং উক্ত নির্বাচন বিভাগীয় বা জেলা শহরের বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত সংরক্ষিত আসনকে প্রভাবিত করবে না।

৩.৫ ক) GPA-5 প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সকল বিষয়ের উপর সর্বোচ্চ ৪৮ গ্রেড পয়েন্ট ধরে প্রাপ্ত জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করতে হবে (১০ বিষয়ের প্রতি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৫ হিসেবে ১০×৫=৫০ পয়েন্ট হওয়ার কথা। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৪৮ উল্লেখ করা হয়েছে)। ২০১৩ ও ২০১৪ সালে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে GPA-5 প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সকল বিষয়ের উপর সর্বোচ্চ ৪৩ গ্রেড পয়েন্ট ধরে প্রাপ্ত জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করতে হবে (৯ বিষয়ের প্রতি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৫ হিসেবে ৯×৫=৪৫ পয়েন্ট হওয়ার কথা। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৪৩ উল্লেখ করা হয়েছে)। এক্ষেত্রে ৪৩ পয়েন্টকে ৪৮ পয়েন্ট এর সাথে সমতুল্য করে হিসাব করা হবে।/

খ) বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে সমান জিপিএ প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত অথবা উচ্চতর গণিত/জীববিজ্ঞানে প্রাপ্ত জিপিএ বিবেচনায় আনতে হবে।

গ) দফা (খ) এর বিধান সত্বেও যদি প্রার্থী বাছাইকল্পে উদ্ভূত জটিলতা নিরসন না হয়, তবে পর্যায়ক্রমে ইংরেজী, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞানে অর্জিত গ্রেড পয়েন্ট বিবেচনায় আনতে হবে।

ঘ) মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ক্ষেত্রে সমান গ্রেড পয়েন্ট অর্জনের বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ইংরেজী, গণিত ও বাংলা বিষয়ে অর্জিত গ্রেড পয়েন্ট বিবেচনায় আনতে হবে।

ঙ) এক বিভাগের প্রার্থী অন্য বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে মোট গ্রেড পয়েন্ট একই হলে পর্যায়ক্রমে ইংরেজী, গণিত ও বাংলা বিষয়ে অর্জিত গ্রেড পয়েন্ট বিবেচনায় আনতে হবে।

চ) দফা (ক) থেকে (ঙ) এর আলোকে মেধাক্রম নির্ধারণ না করা গেলে বর্ণিত একই নিয়মে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে।

৩.৬ **এ নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন স্কুল এন্ড কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে স্ব-স্ব বিভাগে (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চিত করেই কেবল অবশিষ্ট শূণ্য আসনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ৩ এর উপবিধান (৩.২) ও (৩.৩) অনুসরণ করে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো যাবে। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানের সকল ভর্তিই অনলাইনে হবে।**

৩.৭ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করতে পারবে।

৩.৮ নারী শিক্ষার সম্প্রসারণে প্রত্যন্ত/অনগ্রসর অঞ্চলে সহশিক্ষার কলেজ/সমানের প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনে ছাত্রীদের জন্য ১০% কোটা সংরক্ষণ করা যাবে। একাদশ/সমমানের শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিষয়টি সহৃদয়তার সাথে বিবেচনা করতে হবে।

৩.৯ কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে তাদের ভর্তি সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৩.১০ সকল কলেজ/উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের বিদ্যালয়কে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা একই দিনে (দফা ৬ এর গ' তে বর্ণিত) প্রকাশ করতে হবে। **কোন প্রতিষ্ঠান মন্ত্রণালয় নির্ধারিত তারিখের বাইরে নিজ ইচ্ছামাফিক ভর্তি কার্যক্রম শুরু করতে পারবে না।**

৪। অনলাইনে ভর্তি ঃ

৪.১ শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য অনলাইনে অথবা টেলিটক মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদনের জন্য ওয়েব এর ঠিকানা : **www.xiclassadmission.gov.bd**।

৪.২ অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ১৫০/ (একশত পঞ্চাশ) টাকা আবেদন ফি টেলিটকের মাধ্যমে জমা সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) টি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের পছন্দক্রম দিতে পারবে। অনলাইনে মাত্র একবারই আবেদন করতে পারবে, অন্যদিকে এসএমএস-র ক্ষেত্রে প্রতি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের জন্য ১২০/- (একশত বিশ) টাকা আবেদন ফি প্রদান সাপেক্ষে পছন্দক্রম অনুযায়ী একাধিক কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে পারবে।

৫। বিজ্ঞপ্তি, ভর্তি ও ফিঃ

৫.১ অনুচ্ছেদ ৮.২ অনুসরন পূর্বক কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আসন সংখ্যা (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা, শিফ্‌ট, মহিলা, সহ-শিক্ষা, ভার্সন, ভর্তি ফি ইত্যাদি তথ্য) ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করবে। **বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতিত নির্ধারিত আসন সংখ্যার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না।** বোর্ডসমূহ স্ব অধিক্ষেত্রে অবস্থিত কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে এই বিধানের ব্যত্যয় রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে। **প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা অত্র বোর্ডের ওয়েবসাইটে College Corner এ পাওয়া যাবে।**

৫.২ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি সহ অনুমোদিত অন্যান্য সকল ফি, আসন সংখ্যা, ভর্তির যোগ্যতা ইত্যাদি উল্লেখ করে কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডসহ বিজ্ঞপ্তি যথাযথভাবে প্রচারের মাধ্যমে ভর্তির জন্য প্রার্থীদের নিকট হতে অনলাইনে আবেদন অথবা এসএমএস আহ্বান করবে।

৫.৩ আবেদনপত্র/এসএমএস প্রাপ্তির পর কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান এ নীতিমালা অনুযায়ী তার আসন সংখ্যার সমান সংখ্যক বোর্ড থেকে প্রাপ্ত ভর্তিযোগ্য প্রার্থীদের মেধাক্রম তালিকা কলেজের নোটিস বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। মোট আসনে নির্বাচিত কোন প্রার্থী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি না হলে কিংবা ভর্তির জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্য কোন কারণে কোন আসন শূন্য হলে, বোর্ড শিক্ষার্থীদের পছন্দক্রম অনুযায়ী ঐ শূণ্য আসনের ২য় মেধাক্রম প্রকাশ করবে।

৫.৪ ভর্তির সময় প্রার্থীকে মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র এবং যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রার্থী এস, এস, সি বা সমমানের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রশংসাপত্র দাখিল করতে হবে।

৫.৫ (১) সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি সর্বসাকুল্যে মফস্বল/পৌর (উপজেলা) এলাকায় ১০০০/- (এক হাজার)/পৌর (জেলা সদর) এলাকায় ২০০০/- (দুই হাজার)/ঢাকা ব্যতিত অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার বেশি হবে না।

(২) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত এমপিওভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে পারবে না। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত আংশিক এমপিওভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং এমপিও বহির্ভূত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য শিক্ষার্থী ভর্তির সময় মাসিক বেতন, সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফিসহ বাংলা মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৯,০০০/- (নয় হাজার) টাকা এবং ইংরেজি ভার্সনে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা গ্রহণ করতে পারবে। উন্নয়ন খাতে কোন প্রতিষ্ঠান ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকার বেশি আদায় করতে পারবে না।

(৩) দরিদ্র, মেধাবী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভর্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লিখিত ফি যতদুর সম্ভব মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.৬ কোন শিক্ষার্থীর নিকট হতে অনুমোদিত ফি-এর অতিরিক্ত কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না এবং অনুমোদিত সকল ফি যথাযথ রশিদ প্রদানের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

৫.৭ শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ভর্তির সময় বোর্ড কর্তৃক নিম্নোক্ত অনুমোদিত ফি গ্রহন করতে হবে, যথাঃ-

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
০১.	রেজিস্ট্রেশন ফি	১২০.০০
০২.	ক্রীড়া ফি	৩০.০০
০৩.	রোভার /রেঞ্জার ফি	১৫.০০
০৪.	রেড ক্রিসেন্ট ফি	২০.০০
০৫.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি	৭.০০
০৬.	বাৎসরিক ক্রীড়া মঞ্জুরী ফি (প্রতিষ্ঠান প্রতি)	২০০.০০

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষার্থীর পাঠ বিরতি থাকলে, বিলম্বে ভর্তি হলে এবং শাখা/বিষয় পরিবর্তন করলে তার নিকট হতে উপরিউক্ত ফি-এর অতিরিক্ত নিম্নোক্ত ফি গ্রহণ করা যাবে, যথাঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
০১.	পাঠ বিরতি ফি	১০০.০০
০২.	বিলম্ব ভর্তি ফি	৫০.০০
০৩.	শাখা/বিষয় পরিবর্তন ফি	২৫.০০

৫.৮ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের টট লিষ্ট জমাদানের সময় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত উপরোল্লিখিত ফি এর বিবরণীর সাথে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খাত ওয়ারী গৃহীত অন্যান্য ফি'র বিবরণী আলাদাভাবে জমা দিতে হবে।

৫.৯ শাখা/বিষয় পরিবর্তনের সময়ঃ ২৭/০৭/২০১৫ থেকে ১০/০৯/২০১৫। **(আসন খালি ও ন্যুনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে শাখা পরিবর্তন করা যাবে)।**

৬। **ভর্তি, ক্লাস শুরু, শাখা/বিষয় পরিবর্তনঃ (১) ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য নিম্নবর্ণিত সময়সূচি অনুসরণ করতে হবে ঃ**

ক্রঃ নং	বিষয়		তারিখ
ক)	ভর্তির অনলাইন আবেদনপত্র/এসএমএস গ্রহনের তারিখ (যারা পূণঃ নিরীক্ষনের জন্য আবেদন করবে তাদেরও এই তারিখে আবেদন করতে হবে)		০৬/০৬/২০১৫ থেকে ১৮/০৬/২০১৫
খ)	পূনঃ নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে যাদের ফল পরিবর্তন হবে তাদের জন্য ভর্তির অনলাইন আবেদনপত্র/এসএমএস গ্রহণের শেষ তারিখ		২১/০৬/২০১৫
গ)	ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশের তারিখ		২৫/০৬/২০১৫
ঘ)	বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তি ফি জমা দিয়ে ডিডি সংগ্রহ করার শেষ তারিখ		৩০/০৬/২০১৫
ঙ)	ক্লাস শুরু করার তারিখ		০১/০৭/২০১৫
চ)	বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীগণের টট লিস্ট, ভর্তি ফি এর ব্যাংক ডিডি বোর্ডে জমা দেয়ার তারিখ (জেলা ওয়ারি)	রংপুর জেলা	০৭/০৭/২০১৫
		গাইবান্ধা জেলা	০৮/০৭/২০১৫
		কুড়িগ্রাম জেলা	০৯/০৭/২০১৫
		লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলা	১২/০৭/২০১৫
		দিনাজপুর জেলা	১৩/০৭/২০১৫
		ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলা	১৪/০৭/২০১৫
ছ)	বিলম্ব ফি সহ ভর্তি ফি জমা দিয়ে ডিডি সংগ্রহ করার শেষ তারিখ		২৬/০৭/২০১৫
জ)	বিলম্ব ফি সহ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীগণের টট লিস্ট, ভর্তি ফি এর ব্যাংক ডিডি বোর্ডে জমা দেয়ার তারিখ (জেলা ওয়ারি)	রংপুর ও পঞ্চগড় জেলা	০৫/০৮/২০১৫
		গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলা	০৬/০৮/২০১৫
		দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলা	০৯/০৮/২০১৫
		লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলা	১০/০৮/২০১৫
ঝ)	ব্যবহারিক ক্লাস শুরু করার তারিখ		০১/০৮/২০১৫
ঞ)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক শিক্ষার্থীর শাখা/ বিষয় পরিবর্তনের ডিডি করার শেষ তারিখ		১০/০৯/২০১৫
ট)	শাখা/ বিষয় পরিবর্তনকারী শিক্ষার্থীর ডিডি সহ তালিকা বোর্ডে প্রেরণের তারিখ	রংপুর, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলা	১৫/০৯/২০১৫
		দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা ও নীলফামারী জেলা	১৬/০৯/২০১৫
ঠ)	পূরণকৃত e-SIF Submission এর তারিখ		২৭/০৯/২০১৫ থেকে ২৬/১০/২০১৫
ড)	পূরণকৃত e-SIF Submission এর পর হার্ডকপি (১ কপি) বোর্ডে জমাদানের তারিখ (জেলা ওয়ারি)	রংপুর জেলা	০১/১১/২০১৫
		গাইবান্ধা জেলা	০২/১১/২০১৫
		কুড়িগ্রাম জেলা	০৩/১১/২০১৫
		লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলা	০৪/১১/২০১৫
		দিনাজপুর জেলা	০৫/১১/২০১৫
		ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলা	০৮/১১/২০১৫

বিঃ দ্রঃ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ভর্তির টটলিষ্ট, ভর্তি ফি জমাদানের ব্যাংক ডিডি সহ সকল কাগজ পত্র বোর্ডে জমাদিতে হবে। যে সমস্ত কলেজের স্বীকৃতি নবায়ন ও কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ন হয়েছে সে সমস্ত কলেজে স্বীকৃতি নবায়ন/ কমিটি গঠন না করা পর্যন্ত টটলিষ্ট জমা নেয়া হবে না।

৭। **কলেজ/ সমমানের প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন ঃ**

৭.১ যদি কোন শিক্ষার্থী অনুচ্ছেদ ৩ এর বিধানমতে কোন কলেজে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও একই শিক্ষাবর্ষে অনুচ্ছেদ ৬ ক্রমিক (ছ) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিলম্ব ফিসহ ভর্তির শেষ তারিখের মধ্যে অন্য কোন কলেজে ভর্তির সুযোগ পান এবং উক্ত অন্য কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক হন, তাহলে উক্ত শিক্ষার্থী তার অভিভাবকের সম্মতিসহ সংশ্লিষ্ট কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে তার ভর্তি বাতিল করার জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। উল্লিখিতরূপে আবেদন করা হলে সংশ্লিষ্ট কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান তার ভর্তি বাতিলপূর্বক জমাকৃত তার মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র ফেরত দিবে। (এক্ষেত্রে বোর্ডের অনুমতির প্রয়োজন নেই)।

৭.২ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিকৃত কোন ছাত্র-ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করা যাবে না কিংবা বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া ইস্যুকৃত ছাড়পত্রের বরাতে ভর্তি করা যাবে না। তবে শুধুমাত্র সরকারি/ আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরীজীবি পিতা বা মাতার বদলীজনিত কারণে কোন ছাত্র-ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করতে বা ভর্তি করতে বোর্ডের পূর্বানুমতি নেয়ার প্রয়োজন হবে না। এরূপক্ষেত্রে বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বদলীর আদেশপত্র প্রদর্শন করে প্রতিষ্ঠান হতে ছাড়পত্র নেয়া যাবে এবং নতুন কর্মস্থলে যোগদানপত্র দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট চাকুরীজীবীর সন্তানকে বদলীকৃত কর্মস্থলে উপযুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা যাবে। এক্ষেত্রে কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে এ ধরনের ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে জমা দিতে হবে।

৭.৩ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতেই সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে এস.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন শিক্ষার্থীর মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র উক্ত শিক্ষার্থী বা তাঁর অভিভাবক বা তাঁদের অভিভাবক যে কোন একজনের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করবে না বা **অন্য কোন অজুহাতে কোন শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট আটক রাখতে পারবে না।**

৭.৪ ক) একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত নিয়মিত ছাত্র/ছাত্রীর পিতা/মাতা বৈধ অভিভাবকের আবাসস্থল পরিবর্তন হলে এবং অন্যান্য সমস্যা থাকলে প্রামাণ্য কাগজপত্র দাখিল করার শর্তে আগামী ২০১৬ সালের **১ জানুয়ারী হতে ৩১ মার্চ** পর্যন্ত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

খ) দ্বাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত নিয়মিত ছাত্র/ছাত্রীর ক্ষেত্রে ২০১৬ সালের **১ আগষ্ট থেকে ৩১ অক্টোবর** মধ্যে উল্লেখিত কারণে আবাসস্থল পরিবর্তন এবং অন্যান্য সমস্যা থাকলে প্রামাণ্য কাগজপত্র দাখিল করার শর্তে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

গ) ছাড়পত্রের মাধ্যমে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত নুন্যতম যোগ্যতা (জিপিএ) অনুসরণ করতে হবে।

ঘ) প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত শাখা ভিত্তিক আসন সংখ্যার মধ্যে কেবল মাত্র আসন ফাঁকা থাকা সাপেক্ষে ছাড়পত্রের মাধ্যমে ভর্তি করা যাবে।

ঙ) বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত কলেজ পরিবর্তনের আবেদন পত্রে অধ্যয়নরত কলেজে সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীর পঠিত বিষয় সমূহের সাথে বদলীকৃত কলেজের পাঠদানের বিষয় সমূহের মিল থাকলে শুধুমাত্র সেক্ষেত্রে অধ্যক্ষ আবেদনপত্রে সুপারিশ ও স্বাক্ষর করবেন। অন্যথায় এর সকল দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকেই বহন করতে হবে।

৮। অনুমতি বা স্বীকৃতিবিহীন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিষিদ্ধ ঃ

৮.১ পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতিবিহীন কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে কোন অবস্থাতেই ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না। এ বিষয়ে সকলকে সতর্ক করা হলো।

৮.২ **পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতিপ্রাপ্ত অথবা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে অননুমোদিত শাখা এবং অননুমোদিত কোন বিষয়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।**

৯। কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বোর্ডে ফি জমাদানের নিয়মাবলী ঃ

৯.১ ভর্তিকৃত সকল প্রকার ফি, সচিব মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড দিনাজপুর বরাবরে ডিডি যে কোন ব্যাংক হতে সংগ্রহ করতে হবে। ডিডির উল্টা পৃষ্ঠায় জমাদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের সীলসহ স্বাক্ষর থাকতে হবে।

৯.২ নির্ধারিত তারিখে ফি জমা দেয়ার ডিডি শিক্ষা বোর্ডের ব্যাংক বুথে জমা দিয়ে ডিডি জমার রশিদ, ভর্তি ফি এর হিসাব বিবরণী ফরম ও এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সমূহ গেথেঁ অত্র বোর্ডের কলেজ শাখার জমা কাউন্টারে জমা দিতে হবে এবং হিসাব শাখার কপির সাথে ডিডি জমার রশিদের মূল কপি ও ভর্তি ফি এর হিসাব বিবরণী ফরম এক সাথে গেথেঁ অত্র বোর্ডের হিসাব শাখার জমা কাউন্টারে জমা দিতে হবে।

১০। ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তির পূর্বে তাদের এস. এস. সি/দাখিল/এস.এস.সি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা পাসের মূল প্রশংসাপত্র, ট্রান্সক্রিপ্ট ও অন্যান্য প্রামাণ্য কাগজপত্র অধ্যক্ষগণ অবশ্যই নিজ দায়িত্বে যাচাই করে নেবেন।

১১। টট লিষ্টের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের নিম্নে বর্ণিত তথ্যাদির একটি তালিকা প্রণয়ন করে বোর্ডে জমা দিতে হবে (বোর্ড প্রদত্ত প্রামাণ্য কাগজপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযোজন করতে হবে)।

ক) প্রাথমিক অনুমতির তারিখ, স্মারক নং ও শিক্ষাবর্ষ ঃ

খ) স্বীকৃতির তারিখ, স্মারক নং ও সময়সীমা ঃ

গ) হালনাগাদ স্বীকৃতির মেয়াদ, স্মারক নং ও তারিখ ঃ

ঘ) সর্বশেষ কমিটির মেয়াদ, স্মারক নং ও তারিখ ঃ

ঙ) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শাখা ও শাখাওয়ারী বিষয় সমূহ ঃ

১২। টট লিষ্ট (ভর্তি তালিকা) এর নির্ধারিত ছকঃ (অবশ্যই কম্পিউটার মাধ্যমে পূরণ করতে হবে)।

ক্রঃ নং	ছাত্র/ছাত্রীর নাম এবং পিতা ও মাতার নাম	ভর্তির তারিখ ও শ্রেণী রোল নম্বর	এস. এস. সি/সমমান পরীক্ষার রেজিঃ নং ও শিক্ষাবর্ষ	এস. এস. সি/সমমান পরীক্ষার রোল নং পরীক্ষার পাসের সন ও বোর্ডের নাম	বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পঠিতব্য বিষয়সমূহ (বিষয় কোডসহ)
১	২	৩	৪	৫	৬

১৩। ছাত্র/ছাত্রীর নামের তালিকায় (টট লিষ্ট) মুখপত্রে (Forwarding) পৃথক ভাবে পৃথক শাখা ওয়ারী ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যাসহ মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে টট লিষ্ট বোর্ডে না পৌছালে ছাত্র/ছাত্রীদের বিলম্বে ভর্তি করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং সে অনুযায়ী বিলম্ব ফি প্রদান করতে হবে।

১৪। একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সময় ছাত্র/ছাত্রীদের এস. এস. সি/সমমান পরীক্ষার মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র কলেজ কর্তৃপক্ষকে জমা দিতে হবে। বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া ছাত্র/ছাত্রীদেরকে কোন অবস্থাতেই নম্বরপত্র/মুল ট্রান্সক্রিপ্ট ফেরত দেয়া যাবে না। কলেজ কর্তৃপক্ষ জমাকৃত মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র স্ব-স্ব কলেজে জমা রাখবেন। বোর্ড চাহিবা মাত্র মূল কাগজপত্র জমা দিতে হবে।

১৫। **মূল ট্রান্সক্রিপ্টের ফটোকপি দেখিয়ে কোন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাবেনা। অনুরূপ কারণে ছাত্র/ছাত্রী একাধিক কলেজে ভর্তি হয়ে থাকলে, যে কলেজ মূল ট্রান্সক্রিপ্ট দেখাতে পারবে না সেই কলেজটির বিরূদ্ধে অইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।**

১৬। **নীতিমালার প্রবর্তন ও প্রয়োগ ঃ**

১৬.১ অত্র শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল সরকারি ও বেসরকারি কলেজ/ সমমানের প্রতিষ্ঠানে ২০১৫-২০১৬ শিক্ষা বর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

১৬.২ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে এই নীতিমালার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারী কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বা স্বীকৃতি বাতিলসহ কলেজটির এমপিওভূক্তি বাতিল করা হবে এবং সরকারী কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

০৪/৬/১৫

(মোঃ ফারাজ উদ্দিন তালুকদার)
কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
দিনাজপুর।
ফোন নং ঃ ০৫৩১-৫১৮৮২ (অফিস)

০৪/৬/২০১৫

স্মারক নং ঃ মাউশিবোদি/কলেজ/ভর্তি-বিজ্ঞপ্তি/২০১৫/৩০৩(৭২৫) **তারিখ ঃ ০৪/০৬/২০১৫**

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে বিতরণ-

১। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩। পরিচালক, পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষণ অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/দিনাজপুর/কুমিল্লা/যশোর/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড।
৫। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/দিনাজপুর/কুমিল্লা/যশোর/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগরী শিক্ষা বোর্ড।
৬। কলেজ পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগরী শিক্ষা বোর্ড।
৭। অধ্যক্ষ, অত্র বোর্ডের অনুমোদিত সকল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/কলেজ।
৮। অফিসার (সকল).. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড দিনাজপুর।
৯। সিস্টেম এনালিষ্ট, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার কেন্দ্র, রাজশাহী।
১০। অফিস কপি।

০৪/০৬/১৫

(মোঃ আব্দুল মান্নান)
সহকারী কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
দিনাজপুর।
ফোন নং ঃ ০৫৩১-৫১৯৭৪ (অফিস)

০৪/৬/২০১৫

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর।

কলেজ ভর্তি সংক্রান্ত হিসাব **'ছক'**

২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত হিসাব বিবরণীঃ

কলেজের নামঃ ..... কলেজ কোড নং- ..... EIIN: .....

ডাকঘরঃ ..... উপজেলা ঃ ..... জেলাঃ .....

বিজ্ঞান			মানবিক			বানিজ্য			মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা (১+২+৩)		ভর্তিকৃত সর্ব মোট সংখ্যা (৪নং হতে)	রেজিষ্ট্রেশন ফিস ছাত্র-ছাত্রী প্রতি	ক্রীড়া ফি ছাত্র-ছাত্রী প্রতি	রোভার/ রেঞ্জার ফি ছাত্র-ছাত্রী প্রতি	রেড ক্রিসেন্ট ফি ছাত্র/ছাত্রী প্রতি	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি ছাত্র/ছাত্রী প্রতি	ছাত্র/ছাত্রী প্রতি মোট টাকা	কলেজ প্রতি বার্ষিক ক্রীড়া মজুরী ফি	পাঠ বিরতি ফি ছাত্র/ছাত্রী প্রতি	বিলম্ব ভর্তি ফি ছাত্র/ছাত্রী উভয় প্রতি	শাখা/বিষয় পরিবর্তন ফি	মোট টাকা	মন্তব্য
১			২			৩			৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	মোট ছাত্র	মোট ছাত্রী		১২০/-	৩০/-	১৫/-	২০/-	০৭/-	১৯২/-	২০০/-	১০০/-	৫০/-	২৫/-		

বোর্ডে প্রদেয় সকল প্রকার ফি অবশ্যই ব্যাংকের যে কোন শাখায় সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর এর অনুকুলে ব্যাংক ডিডি সংগ্রহ করতে হবে। পূরনকৃত হিসাব বিবরনী টটলিষ্ট এবং ফি জমা দানের ডিডি ও প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সমুহ অত্র বোর্ডের কলেজ শাখার জমা কাউন্টারে জমা দিতে হবে এবং উক্ত ডিডি জমা রশিদের মূল কপি ও হিসাব বিবরনী অত্র বোর্ডের হিসাব শাখার জমা কাউন্টারে জমা দিতে হবে।

অধ্যক্ষ/প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল